গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
১ কারওয়ান বাজার (টিসিবি ভবন-৮ম তলা), ঢাকা
www.dncrp.gov.bd

পত্র সংখ্যা: ২৬.০৪.০০০০.১০৮.০৫.০৯৬.১৮- ৯৪৬ তারিখ: ৩ নভেম্বর ২০১৯

বিষয়ঃ অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুসারে নিজস্ব উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ তথ্য বাতায়নে প্রকাশ।

উপযুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ৫.১ এর (৫.১.১) অনুসারে উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা নির্দেশক্রমে তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

৩/১১/২০১৯

শাহনাজ সুলতানা
সহকারী পরিচালক (তদন্ত)
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
ইমেইল: ad-investigation @dncrp.gov.bd

অনুলিপিঃ
১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১। সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

উপস্থাপিত উদ্ভাবনী ধারণা/উদ্যোগের সারসংক্ষেপ

ক্রমিক	প্রস্তাবক	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ধারণার নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	প্রত্যাশিত সুফল	সম্ভাব্য খরচ	মন্তব্য
১.	জনাব মনজুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার, উপপরিচালক, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়	ওজন বন্ধু	কাঁচাবাজারে সাধারণ ক্রেতাদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত স্থানে ওজন পরিমাপক যন্ত্র স্থাপন করা যেতে পারে। বাজার সমিতির সাথে যৌথভাবে এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে ডিএনসিআরপি এটি ক্রয় করবে ও স্থাপন করবে। প্রাথমিকভাবে ঢাকা শহরের বড় বাজারগুলিতে এটি স্থাপন করা যেতে পারে। প্রতিটি যন্ত্রের জন্য আনুমানিক ব্যয় এক লক্ষ টাকা।	জনগণ তাদের ক্রয়কৃত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের পরে পরিমাপ করে দেখতে পারবেন।	৫,০০,০০০	
২.	জনাব শাহনাজ সুলতানা, সহকারী পরিচালক, প্রধান কার্যালয় ও জনাব মোঃ সোহেল শেখ, সহকারী পরিচালক, ফরিদপুর জেলা কার্যালয়	ই-ক্ষতিপূরণ	ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ অনুসারে অভিযোগকারী ভোক্তা জরিমানা হিসাবে আদায়কৃত অর্থের ২৫% ক্ষতিপূরণ হিসাবে পেয়ে থাকেন। জরিমানার অর্থ পরিশোধের জন্য ৫ কর্মদিবস সময় প্রদানের বিধান রয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অনেক সময় আদেশ প্রদানের দিনে জরিমানার অর্থ পরিশোধ না করে পরবর্তীতে এ অর্থ পরিশোধ করেন; আবার চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করলে তা ব্যাংক হিসাবে জমা হতে কয়েকদিন সময় লাগে। জরিমানা বাবদ আদায়কৃত অর্থের ২৫% নেওয়ার জন্য অভিযোগকারীকে আবার অধিদপ্তরের অফিসে আসতে হয়, যা তার জন্য সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়সাপেক্ষ। এমতাবস্থায়, জরিমানা বাবদ আদায়কৃত অর্থের মধ্যে অভিযোগকারীর প্রাপ্য ২৫% অর্থ নগদ পরিশোধের সুযোগের পাশাপাশি তার ব্যাংক হিসাব/ মোবাইল একাউন্টে প্রেরণের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।	অভিযোগকারীকে বারবার সরকারি অফিসে আসতে হবে না বিধায় তার সময়, খরচ ও ভ্রমণ সংখ্যা কমিয়ে আনবে।	অতিরিক্ত খরচের প্রয়োজন নেই	বিদ্যমান আইনী কাঠামোর মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব, বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত কোন খরচের দরকার হবে না, কিন্তু সেবাগ্রহীতার সময়, খরচ ও ভিজিট হ্রাস পাবে।